দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 02 FEB 2008
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের কমিটি হয়নি ছয় বছর

জবি রিপোর্টার ॥ টানা ছয়-বছর ধরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের কোন কমিটি না করায় ক্যাম্পাসে সংগঠনটির কার্যক্রম দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই নির্বাচনের আগে সংগঠনকে গতিশীল করার লক্ষ্যে নতুন কমিটির দাবি জোরদার হয়ে উঠছে নেতাকর্মীদের মাঝে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের এই ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠনের দুর্বলতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের একটি ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাসে তাদের রাজনৈতিক আখের গুছিয়ে নিচ্ছে বলে নেতাকর্মীরা জানিয়েছে। গত ছয় বছর উক্ত সংগঠনের নেতৃত্বে পরিবর্তন না আসলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃত্বের বার বার পরিবর্তন হয়েছে। যার ফলে ছাত্রলীগের তুলনায় ওই সব সংগঠন কর্মতৎপরতায় কিছুটা এগিয়ে রয়েছে। সূত্রমতে, ২০০২ সালের ১৩ জানুয়ারি কামরুল হাসান রিপনকে সভাপতি ও গাজী আবু সাইদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১শ' ১ সদস্য বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ঘোষণা করা হয়।

এই দীর্ঘ সময়ে তাদের অনেকে লেখাপড়া শেষ করে বিভিন্ন চাকরি ও ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ায় ছাত্র রাজনীতিতে তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। তবুও ওই কমিটির কিছু ছাত্রনেতাকে বছরখানেক আগে ক্যাম্পাসে সক্রিয় দেখা গেলেও গত বছর কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের রিপন-রোটন কমিটির মাধ্যমে প্রকৃত ছাত্রদের হাতে নেতৃত্ব আসার ফলে রাজনীতি থেকে তারাও বিদায় নেয়।

বর্তমান কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের ছাত্র রাজনীতির বয়স পেরিয়ে যাওয়ায় তাদেরকেও এখন ক্যাম্পাসে দেখা যায় না। যে জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ কর্মীরা অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছে তারা। ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র মোতাবেক প্রত্যেক কমিটি গঠিত হয় এক বছরের জন্য কিন্তু বর্তমান কমিটি ঘোষণার পর ছয় বছর পেরেও কোন কমিটি ঘোষণা না করায় দলের পরিশ্রমী নেতা-কর্মীদের মধ্য মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

বর্তমানে ক্যাম্পাসে যে সকল নেতা-কর্মীরা সক্রিয় রয়েছে তাদের কারও বর্তমান কমিটির নেতাদের প্রতি আস্থা নেই বলে তারা জানিয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন নেতা-কর্মী জনকণ্ঠকে বলেন, যারা চলতি কমিটির দায়িত্বে রয়েছে তারা শুধু ছাত্রলীগের নাম ভাঙ্গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থান থেকে সুযোগ-সুবিধা নেয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। তাঁরা বলেন, দলের দুর্দিনে তারা কেউ ক্যাম্পাসে আসেনি। ছাত্রলীগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থেকে তারা বঙ্গবন্ধুকন্যার মুক্তির জন্য গত এক বছরে একটি বিবৃতি পর্যন্ত দেয়নি।

ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা জানায়, এক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক বিভাগ ও প্রত্যেক বর্ষে একটি করে কমিটি ছিল। তাদের অবহেলায় সেসব কমিটিরও সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকদের এখন খুঁজে পাওয়া যায় না। যে কারণে স্ব স্ব বিভাগে কর্মীদের ছোটখাটো সমস্যাগুলো সমাধানে তাদের হিমশিম খেতে হয়।

তাই রাজধানীর নামকরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ডকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নতুন কমিটি ঘোষণা করবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা মনে করে।